দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

# রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হত্যা-কাণ্ডের উপর স্বনামধন্য সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সমবয়সী বন্ধু আবদুল গফফার চৌধুরীর দৈনিক জনপদ-এর সম্পাদকীয়টি আজও মাঝে-মধ্যে পড়ি। বড় সন্তানটি হারিয়েছি। কিন্তু এদেশের স্বাধীনতায় আমার সামান্য অবদান ও নিহত মুক্তিযোদ্ধা ছেলের স্মৃতিবিজড়িত লাখো শহীদের আত্মত্যাগে অর্জিত দেশটার কথাই শুধু ভেবে যাচ্ছি। আজও আমরা স্বামী-স্ত্রী সদা প্রার্থনা করি আমাদের মতো আর কোন পিতামাতার বুক যেন এমনিভাবে খালি না হয়। তিনটি মানসিক আঘাতের প্রেক্ষিতে জাতির বিবেক জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে মাত্র ৫০/০০ টাকার দাবীতে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৩টি বছর মামলা চালাবার পর আমার আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি আদালত থেকে মাত্র ২০/০০ টাকা প্রতিকী ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পেয়েছি। অখুশী হইনি এই ভেবে যে যদি এতে জাতির সামান্যতম চেতনা জাগে। কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বা কাউকে হেয় করার জন্য নয়, অকৃত্রিম দেশপ্রেমই আমাকে এ পথে পরিচালিত করেছে। স্রষ্টার কাছে ছেলে হারানোর প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অপেক্ষায় আছি। আমার এই মনোভাবের প্রতিধ্বনি ঘটেছে ২৬ অক্টোবর একটি দৈনিকের মূল সম্পাদকীয়তে এবং দেশের বিবেকবান বন্ধু ও নাগরিকদের আলাপ আলোচনায়।

'৭৪ থেকে '৯৩ পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে সংঘটিত সন্ত্রাস ও তাতে নিহত ছাত্র-তরুণদের তালিকা নিয়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার স্তূপ জমেছে। উল্লিখিত কাগজের সম্পাদকীয় দেখে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জনৈক আত্মীয় কর্মকর্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ভাইজান আপনি জাতির বিবেক জাগ্রত করতে এতসব করলেন কিন্তু বিবেক থাকলে তো তা জাগ্রত হবে। বোঝা যাচ্ছে গত দেড় দশকের পরিস্থিতিদৃষ্টে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসার আশা তারা ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে এ ব্যাপারে আশাবাদীর কোন কারণ আমরা দেখতে পাই না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি যতদিন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির চর্চা অব্যাহত থাকবে ততদিন পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই থাকবে। তাই এখন আমি দেশের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দাবী জানাচ্ছি, ছাত্রদের যেন সক্রিয় রাজনীতিতে প্রশ্রয়দান বা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী করা না হয়। আমরা রাজনীতি এবং সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই।

আবদুসসামাদ
সদস্য, নির্বাহী কমিটি, ন্যাপ
(সাঃ) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নিহত ছাত্রনেতা মোহাম্মদ হোসেনের পিতা।